কবিতা/গল্প



লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
eiyugkagojernouka@gmail.com

হাওড়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক

এই যুগ

EI YUG

ডাউনলোড "এই যুগ অ্যাপ"

এই যুগ এর নিজস্ব ওয়েবসাইট eiyug.in থেকে ডাউনলোড করুন "এই যুগ অ্যাপ"

ইন্টারনেট সংস্করণ-eiyug.in PRGI:WBBEN/2020/81746

PAGE | পৃষ্ঠা-4 [PRICE | মূল্য-2]

HOWRAH | হাওড়া ● DAILY | দৈনিক ● 22 NOVEMBER 2026,SUNDAY | ২২ নভেম্বর ২০২৬,রবিবার ● VOLUME | বর্ষ-6 ● ISSUE | সংখ্যা-342

সিকিম ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার ২০২৬ এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করলেন পর্যটন মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ



নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,সিকিম,২১ নভেম্বর : প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমের গ্যাংটকে আয়োজিত।সিকিম ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার ২০২৬ এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন রাজ্যের পর্যটন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ। শনিবার এই পর্যটন মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর পূর্ব ভারতের পর্যটন শিল্পের উন্নতির জন্য তিনি এক গুচ্ছ প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে অন্যতম হলো পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, ভূটান ও সিকিম কে নিয়ে একটি যৌথ পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলা। পারস্পরিক প্রতিযোগিতা নয় পারস্পরিক সহযোগিতাই পর্যটন শিল্পকে এক নতুন দিশা দেখাতে সক্ষম বলেও জানান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ শঙ্কর ঘোষ।

খড়গপুর কলেজে স্বামী বিবেকানন্দ ভবনের উদ্বোধন করলেন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ



নিজস্ব সংবাদদাতা , এই যুগ ,পশ্চিম মেদিনীপুর ,২১ নভেম্বর : ঐতিহ্যশালী খড়গপুর কলেজে নবনির্মিত শ্রেনি কক্ষ স্বামী বিবেকানন্দ ভবনের উদ্বোধন হলো। শনিবার কলজের উন্নয়নমূলক কর্মসুচিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ভবনটির উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তিনি জানান ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের ভবন গুলি জীর্ণপ্রায় হওয়ায় পঠন পাঠনে সমস্যা হচ্ছিলো। এই সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় উচ্চ শিক্ষা অভিযানের পচাত্তর লক্ষ টাকা অনুদানে এই ভবনটি নির্মান করা হয়। ভবনটির গ্রাউন্ড ফ্লোর নির্মান শেষ হওয়ায় এটির উদ্বোধন করা হলো। এর ফলে ছাত্র ছাত্রীদের পঠন পাঠনে যে সমস্যা ছিলো তা দূর হবে। তিনি আরও বলেন কলেজের জমি ও কলেজের খেলার মাঠ এর বড় অংশ দখল হয়ে গিয়েছে। এই জমি ও খেলার মাঠ পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর শিক্ষকদের দায়িত্ব হলো শিক্ষাদানের যথাযথ পরিবেশ বজায় রাখা যাতে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত শিক্ষা গ্রহন করে নিজেরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে ও দেশ এবং সমাজের কল্যানে এগিয়ে যেতে পারে এই মন্তব্যের মাধ্যমে কলেজের শিক্ষকদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেন।

খড়গপুর আইআইটির অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী



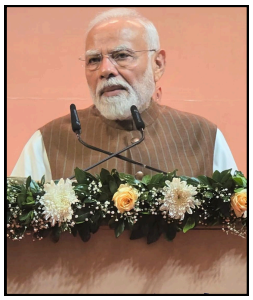

নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,পশ্চিম মেদিনীপুর, ২১ নভেম্বর : দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আই আই টি খড়গপুরের প্লাটিনাম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা হলো শনিবার। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সুচনা করেন। অনুষ্ঠানে এই ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর প্লাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে একটি স্মারক মুদ্রার ও প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল আর এন রবি, কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, আই আই টি খড়গপুরের নির্দেশক সুমন চক্রবর্তী , প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অফ গভর্নর্স এর চেয়ারম্যান টি ভি নরেন্দ্রন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগন। প্রধানমন্ত্রী এদিন তার বক্তব্যে আই আই টি খড়গপুরের ঐতিহাসিক যাত্রার কথা তুলে ধরেন। উল্লেখ্য স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ব্রিটিশ শাসকদের ব্যবহৃত হিজলী বন্দী নিবাসে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বন্দী করে রাখা হত। পরবর্তীতে ১৯৫১ সালে এই হিজলি বন্দী নিবাসেই যাত্রা শুরু হয়েছিলো দেশের প্রথম আই আই টি,খড়গপুরে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন ও আকাঙ্খা আজ ও এই আই আই টির সাফল্যের অনুপ্রেরণা। খড়গপুর আই আই টি আত্মনির্ভর বিকশিত ভারত গড়ার চালিকা শক্তি বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

সুটুঙ্গা নদীতে মাছের পোনা ছাড়লেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক



নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ, কোচবিহার, ২১ নভেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ও কোচবিহার জেলা প্রশাসনের সহায়তায় মাথাভাঙ্গা এক নম্বর ব্লকে সুটুঙ্গা নদীর কালীমন্দির ঘাটে ছাড়া হলো দেশীয় মাছের এক লক্ষ চারা পোনা। এদিন এই চারা পোনা অবমুক্তকরন কর্মসুচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। তিনি মাছের চারা পোনা নদীতে অবমুক্ত করে জানান বিশ্ব মৎস্য দিবস উপলক্ষ্যেপ্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার অধীনে এই কর্মসুচি অনুষ্ঠিত হয়। নদী গুলি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছের বিভিন্ন প্রজাতি। এই দেশীয় মাছের বিভিন্ন প্রজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষন ও মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এই বিশেষ উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক সহ কর্মীগন।

৩০০ জন কৃষক কে ১০০ কেজি করে আলুর বীজ দেবে প্রশাসন



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,২১ নভেম্বর : চাষিদের জন্য সুখবর। প্রত্যেক কৃষককে ১০০ কেজি করে আলুর বীজ দেওয়া হবে। আগামীকাল রবিবার আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের ৩০০ জন কৃষকের হাতে এই বীজ তুলে দেওয়া হবে প্রাথমিকভাবে। পরবর্তীতে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকদের হাতে এই বীজ তুলে দেওয়া হবে। আলিপুরদুয়ার ২ নম্বর ব্লকের পারোকাটা ঋদ্ধি সিদ্ধি হিমঘর থেকে বেলা ১১টা থেকে শুরু হবে বীজ বণ্টন। উপস্থিত থাকবেন ব্লক প্রশাসনের সরকারি আধিকারিকরা।ব্লক কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, রবি মরশুমে আলু চাষে কৃষকদের উৎসাহ বাড়াতে এবং আর্থিকভাবে সহায়তা করতেই এই উদ্যোগ। বীজের দাম বৃদ্ধির কারণে অনেক ছোট কৃষক চাষ করতে সমস্যায় পড়েন। এই সহায়তা পেলে তাঁরা অনেকটাই উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।এই খবরে খুশি পারোকাটা সহ আশপাশের গ্রামের কৃষকরা। তাঁদের দাবি, সঠিক সময়ে ভালো মানের বীজ পেলে এবার আলুর ফলন ভালো হবে।নির্দিষ্ট তালিকা অনুযায়ী কৃষকদের হাতে বীজ তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্বোধন,তারপরই তালা,বন্ধ পারোকাটা কৃষক বাজার,ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,২১ নভেম্বর : ঘনঘটা করে উদ্বোধন হয়, ঢাকঢোল পিটিয়ে শুরু হয় সবজি বিক্রি। তার কয়েকদিন পরেই ফের বন্ধ হয়ে যায় বাজার। আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের পারোকাটা কৃষক বাজারের এটাই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অত্যন্ত ভালো জায়গায় এই কৃষক বাজারটি তৈরি করা হয়েছিল কৃষকদের স্বার্থে। উদ্দেশ্য ছিল, মাঝখানে কোনো ফড়ে ছাড়াই কৃষকরা সরাসরি পাইকার ও ক্রেতাদের কাছে তাঁদের ফসল বিক্রি করতে পারবেন। কিন্তু বাস্তবে ছবিটা উল্টো।কৃষকদের অভিযোগ, বাজারে গেলে তাঁদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। পাইকাররা ইচ্ছেমতো দাম ঠিক করেন। অনেক সময় বাজারে সবজি নিয়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেও বিক্রি হয় না। বাধ্য হয়ে কম দামে ফসল ছেড়ে দিতে হয়। ফলে লাভের বদলে ক্ষতির মুখে পড়তে হয় তাঁদের।মাঝেমধ্যেই সরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে বাজার খোলার চেষ্টা হয়। কয়েকবার সবজি বিক্রিও শুরু হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই ফের ঝাঁপ বন্ধ। এখন তালা ঝুলছে পারোকাটা কৃষক বাজারে।ব্লকের কৃষকদের প্রশ্ন, এত সুন্দর পরিকাঠামো থাকতেও কেন বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বাজার? কৃষক ও পাইকারদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব এবং প্রশাসনের নজরদারির অভাবকেই দায়ী করছেন তাঁরা।বাজারটি স্থায়ীভাবে চালু করে কৃষকদের ন্যায্য দাম পাইয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছেন পারোকাটা সহ আশপাশের গ্রামের চাষিরা। এদিকে আগামী পহেলা ডিসেম্বর থেকেই এই কৃষক বাজারের অবস্থিত সহ কৃষি কর্তার করনে ধান ক্রয় করা কৃষকদের কাছ থেকে সরকারি ভাবে। কোটি টাকা ব্যয় করে কৃষক বাজার তৈরি হলেও কৃষকরা সেই বাজারে পণ্য বিক্রয় করতে না পেরে রীতিমতো হতাশ। কৃষক বাজারে থাকা স্টল গুলির মালিকদের ভাড়া গুনতে হচ্ছে।

রেলের জমিতে বেআইনি দখলদারি বরদাস্ত নয়,উচ্ছেদ নিয়ে কড়া বার্তা রেল প্রশাসনের



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ,আলিপুরদুয়ার ,২১ নভেম্বর:রেলের জমি দখল করে আর বসবাস কিংবা ব্যবসা করা যাবে না। বেআইনি দখলদারির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান স্পষ্ট করে দিল রেল প্রশাসন। রেলের জমিতে গড়ে ওঠা বড় বড় বহুতল, হোটেল-সহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে নিয়ম মেনেই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে বলে জানানো হয়েছে। রেল প্রশাসনের বক্তব্য, রেলের জমির একাংশ দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হয়েছে। কোথাও গড়ে উঠেছে বড় বড় বহুতল, কোথাও চলছে হোটেল-সহ বিভিন্ন ব্যবসা।এর ফলে রেলের পরিষেবা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জমি দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উচ্ছেদের নোটিশ জারির পর থেকেই একাংশ মানুষকে সামনে রেখে আন্দোলন শুরু হয়েছে বলে রেল সূত্রে দাবি। তবে রেল প্রশাসনের স্পষ্ট বক্তব্য, কাউকে হয়রানি করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। রেলের জমিতে বেআইনিভাবে বসবাস কিংবা ব্যবসা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। রেলের নির্ধারিত নিয়ম মেনেই দখলদারদের উচ্ছেদ করা হবে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনকে কেন্দ্র করে রেলের একাধিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রয়েছে। সেই প্রকল্পগুলির জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রেলের জমিতে ব্যবসা চালানোর ক্ষেত্রে যাঁদের পুরনো বৈধ পারমিট রয়েছে, নিয়ম মেনে তাঁদেরই পারমিট পুনর্নবীকরণের সুযোগ দেওয়া হবে। নতুন করে কোনও বেসরকারি ব্যবসার জন্য রেলের জমিতে পারমিট দেওয়া হবে না। পারমিট পুনর্নবীকরণের ক্ষেত্রেও নিলাম পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মাদারিহাটে পাচারের পথে উদ্ধার নয়টি বাছুর ,গ্রেপ্তার দুজন



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,২১ নভেম্বর : আলুর বস্তার আড়ালে লুকিয়ে গরুর বাছুর পাচারের চেষ্টা। মাদারিহাট থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার হল ৯টি গরুর বাছুর। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়ির চালক ও দুই সহকারীকে।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাদারিহাট থানার সামনে একটি সন্দেহজনক গাড়ি আটক করে পুলিশ। গাড়িটিতে আলু বোঝাই ছিল। এরপর গাড়িতে তল্লাশি চালাতেই আলুর বস্তার নিচে লুকিয়ে রাখা ৯টি গরুর বাছুরের সন্ধান মেলে।পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটি, গরুর বাছুরগুলি এবং আলুর বস্তাগুলি বাজেয়াপ্ত করে। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় অসমের বাসিন্দা মোস্তাফিজুর রহমান (২৫) এবং নাজিরুল হককে (২৪)। ধৃতদের বাড়ি অসমের বরপেটা ও বঙ্গাইগাঁও জেলায়।গোটা ঘটনায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে মাদারিহাট থানার পুলিশ। উদ্ধার হওয়া বাছুরগুলি কোথা থেকে আনা হচ্ছিল এবং কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

দিনের আলোয় চুরি বারবিশার সূর্যসেনপল্লিতে, ভাঙা তালা দেখে চক্ষু চড়কগাছ স্কুলকর্মীর



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,২১ নভেম্বর : দিনের আলোয় বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির অধীন সূর্যসেনপল্লি এলাকায়। শনিবার দুপুরে নিতীশ বিশ্বাসের বাড়িতে চুরি হয়। তিনি পূর্ব শালবাড়ি জুনিয়র হাই স্কুলের অশিক্ষক কর্মী।জানা গেছে, শনিবার স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিতীশবাবু দেখেন বাড়ির গ্রিলের তালা ভাঙা। ঘরের ভেতরে ঢুকে দেখেন সব লন্ডভন্ড। আলমারি, ড্রয়ার সব খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। জিনিসপত্র তছনছ করে চুরি করেছে দুষ্কৃতীরা।ঠিক কী কী চুরি হয়েছে, তা এখনও হিসেব করে উঠতে পারেননি বাড়ির মালিক। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। খবর দেওয়া হয়েছে বারবিশা ফাঁড়িতে।দুপুরের ব্যস্ত সময়ে জনবসতিপূর্ণ এলাকায় কীভাবে এমন চুরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দিনের আলোতেও বাড়ি নিরাপদ নয় দেখে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগে এলাকাবাসী। এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানোর দাবি উঠেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েও মিলছে না ভার্ণাবাড়ি চা বাগানের শ্রমিকদের রেশন



মলয় দেবনাথ ,এই যুগ ,আলিপুরদুয়ার ,২১ নভেম্বর : বন্ধ ভার্ণাবাড়ি চা বাগানে রেশন বণ্টন নিয়ে চরম অনিয়মের অভিযোগ উঠল। ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার পাশাপাশি হাতে টোকেন দেওয়া হলেও রেশন সামগ্রী পাচ্ছেন না বহু শ্রমিক। মাসের ২১ তারিখ পেরিয়ে গেলেও রেশন না মেলায় ক্ষোভ বাড়ছে শ্রমিক মহলে। তাঁদের অভিযোগ, প্রতি মাসেই একই সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।শ্রমিকদের দাবি, রেশন নিতে গেলে কখনও বলা হচ্ছে চাল নেই, আবার কখনও চাল থাকলেও গম পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে দিনের পর দিন রেশন দোকানে গিয়েও খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে তাঁদের। শুধু তাই নয়, পুজোর সময় উৎসবের জন্য বরাদ্দ চিনিও অনেক শ্রমিক পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। উল্লেখ্য, ভার্ণাবাড়ি চা বাগান দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ। ফলে আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটানো শ্রমিক পরিবারগুলির প্রধান ভরসা সরকারি রেশন। সেই রেশনও সময়মতো না পাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা।এই পরিস্থিতিতে রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব। শ্রমিকদের অভিযোগ, বারবার ডিলারকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। তাই বর্তমান ডিলারকে পরিবর্তন করে নতুন ডিলার নিয়োগের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

এই যুগ কাগজের নৌকা

22 NOVEMBER 2026 ,রবিবার

মনের কথা

বাপী নাগ
(নদীয়া ,পশ্চিমবঙ্গ)

হাত বাড়ালেই দেখা পাবি
তুই যে আমায় স্বপ্নে।
তোর চোখে তাকিয়ে কথা
বলবো কত গোপনে।
মনের কথা বলবো তোকে
তোর চোখে চোখে।
প্রতিদিনই দেখতে যে চাই
তোকে হাসি মুখে।
তোর সাথেই কথা বলবো
আমি যে আড়ালে।
হাজার স্বপ্নে আমি রইবো
তোর যে আঁচলে।
বুঝেও তুই আমায় বুঝলি
না যে মনের কথা।
দেখা তো দিলি না বহুদিন
রইল অন্তরের কথা।
তোর হাতের আঙুল স্পর্শ
করতে চাই আমি।
তোর হাতে রাখতে চাই হাত
তুই যে কত দামি।।

শীতবিলাস

রাইয়্যান ইসলাম রকিব

শীতের সকালে মিষ্টি মধুর গানে
খুকুসোনা হেঁটে চলে মাঠ-প্রান্তরে।
শিশির ভেজা ঘাস কুয়াশাচ্ছন্ন চারিপাশ
কৃষক কাটে ধান নবান্নের খুশিতে।
খেজুর রসের মিষ্টি ঘ্রাণে, তৃপ্ত প্রাণে
পিঠেপুলি আর পৌষের উৎসবে,
অতিথি আপ্যায়ন, বিনিময় কুশলে
গ্রাম বাংলার সমৃদ্ধি বয়ে আনে।
অতিথি পাখিরা ডানা মেলে উড়ে
হাওর-বাঁওড় আর বিলের জলে।
সাথে সরষে ফুলের হলদে হাসি
শীতের ঋতুতে স্মৃতির পরশ মেলে।।



খাক

মোঃ রহমত আলী
(খুলনা ,বাংলাদেশ)

দেহের যত্ন করছো,
খুব ভালো,
তবে একটু আত্মারও যতন নাও,
দেহ তো ক্ষয়ে যাবে,
পচে যাবে,
মাটিতে মিশে খাক হয়ে —
নিঃশেষ হবে যদি না থাকে রুহ!
দেহের যত্নে মশগুল
থেকে কী লাভ!
কতো ময়লা
দেহের ভেতর-বাহির,
তাও সকাল
সন্ধ্যা রূপে মাগরুর কেন?
সেজেগুজে সাধু,
ধোঁকা দাও কাকে বাবু,
ধুলো তোমারই
চোখেমুখে —
দেহ কাদা, মন মাটি,
ভেবে তুমি হও খাঁটি।।

মৃত্যুর প্রহর

ফারুক আহম্মেদ জীবন
(যশোর ,বাংলাদেশ)

আমি, এ ভবে বেঁচে থাকতে....
যদি কেউ, দেখতে চাস আমায়...
তবে, প্রাণ ভরে দেখে- নে সব একটি নজর....
আর কিন্তু, দেখতে কেউ পাবি নে আমায়।।
হঠাৎ, মরণ যদি কাছে ডেকে নেয়....
তবে,এ দেহের হবে কবর।।
বেঁচে থাকার ইচ্ছাটা গেছে মরে...
যারা, আপন ছিল দূরে সব গেছে সরে।।
আজ, আমি অপেক্ষায় দিন গুণী মৃত্যুর প্রহর
কখন আসবে আমার বিদায়ের ক্ষণ
কখন যে পাবো সে খবর।।
রক্ত মাংসে তো আমিও মানুষ
আছে মন অনুভূতি বুঝার মতো হুঁশ।।
আবেগের কাছে বিবেক পরাস্ত হয়ে গেছে মরে
তাই কখন যে এ জীবনটা যাই ঝরে...
সন্ধ্যা নিশি নাকি ভরদুপুর।।
জীবন্ত লাশ সাদৃশ্য যে এ দেহ
মৃত্যু বেশ আগেই হয়েছে জানে না কেহ।।
আজ আমার ধড়ে প্রাণহীন এক মৃত রুহ নড়ে
কতোদিন রাখা যায় তাকে জোর করে?
ঐ- যে ডাকে আমায় গোর।।

গরিব আর ধনি

মোঃ জাবেদুল ইসলাম
(লালমনিরহাট , বাংলাদেশ)

এক পৃথিবী দুই পরিবার,
গরিব আর ধনি।
ধনী চলে রাজার হালে,
গরিবের হয় শনি।
ধনি ঘুমায় ইট পাথরের,
গড়া ইমারতে।
গরিব ঘুমায় কুঁজো হয়ে,
ভাঙা ঘরটাতে।
ধনি খায় কোর্মা পোলাও,
মাছ মাংস ডিম।
গরিব খায় আলু বেগুন,
বরবটি আর শিম।
শীত আসলে ধনি ঘুমায়
মোটা কম্বল গায়ে।
গরিব ঘুমায় কষ্টে অতি,
ছেঁড়া কাঁথা গাঁয়ে।
গরম আসলে ধনি ঘুমায়,
এয়ার কন্ডিশনে।
গরমের জ্বালায় ঘুম আসে না,
গরিব ঘুমায় টঙে।
ধনির গাঁ গরম হলে,
যায় ইউরোপ আমেরিকা।
জটিল রোগ হলে গরিব,
ভাঙা ঘরে কোঁকায়।
এক পৃথিবী দুই পরিবার
গরিব আর ধনি।
ধনির আছে অগাধ টাকা,
গরবের আসে শনি।।

[লেখা পাঠানোর ঠিকানা-eiyugkagojernouka@gmail.com]

চার দিনের পাহাড় সফরে দার্জিলিং এলেন রাজ্যপাল



নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,শিলিগুড়ি ,২১ নভেম্বর : চার দিনের পাহাড় সফরে শনিবার দার্জিলিং আসেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবি। এদিন বিকালে তিনি সস্ত্রীক বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন। বিমান বন্দরে মহামহিম রাজ্যপালকে স্বাগত জানান দার্জিলিং এর সাংসদ রাজু বিস্তা, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা, শিলিগুড়ির মহকুমাশাসক বিকাশ রুহেলা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগন। জানা গেছে বিমানবন্দর থেকে রাজ্যপাল সস্ত্রীক শুকনার একটি হোটেলে যাবেন। সেখানে বিশ্রাম নিয়ে রওনা হবেন দার্জিলিং রাজভবনের উদ্দ্যেশ্যে। রবিবার ও সোমবার তিনি পাহাড়ে কাটাবেন। মঙ্গলবার তিনি নকশালবাড়িতে একটি স্কুলের।অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। রাজ্যপালের সফরকে কেন্দ্র করে জেলা প্রশাসনের তৎপরতা তুঙ্গে।

শিলিগুড়ির ফাঁসীদেওয়ায় রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জমি পরিদর্শন করলেন স্পীকার রথীন্দ্র বসু



নিজস্ব সংবাদদাতা ,এই যুগ ,শিলিগুড়ি, ২১ নভেম্বর : শিলিগুড়ির অদূরে ফাঁসীদেওয়ার নিম্বুটারিতে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের জমি। পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার রথীন্দ্র বসু। শনিবার তিনি জেলা প্রশাসনের আধিকারিকগনকে সাথে নিয়ে জমি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে স্পীকার রথীন্দ্র বসু জানান শুক্রবার বিধানসভায় তার কার্যালয়ে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কয়েকজন অধ্যাপক তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে নিম্বুটারিতে জমি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির বিষয়টি জানান। বিষয়টি জানার পর শনিবার তিনি জমিপরিদর্শনে আসেন। প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত জমির বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখে পরবর্তী প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য উপস্থিত প্রশাসনিক কর্তাদের নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য বাম সরকারের আমলে এই জমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির জন্য শিলান্যাস হয়েছিলো। পরে বাম সরকারের পতন ঘটে, রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করে তৃণমূল। তৃণমূল সরকার এই জমিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস তৈরির কোনো উদ্যোগ গ্রহন করেনি। সম্প্রতি রাজ্যে তৃণমূল সরকারের পতন ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে বিজেপি। এই পালা বদলের পরেই বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অরুন মন্ডল বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী ও স্পীকারকে লিখিতভাবে জানান। এরপর স্পীকার রথীন্দ্র বসু উপাচার্য ও অধ্যপকদের সাথে আলোচনা করে শনিবার জমি পরিদর্শনে আসেন। তিনি বলেন এই ক্যাম্পাস দ্রুত নির্মানের জন্য সমস্ত উদ্যোগ গ্রহন করা হচ্ছে।

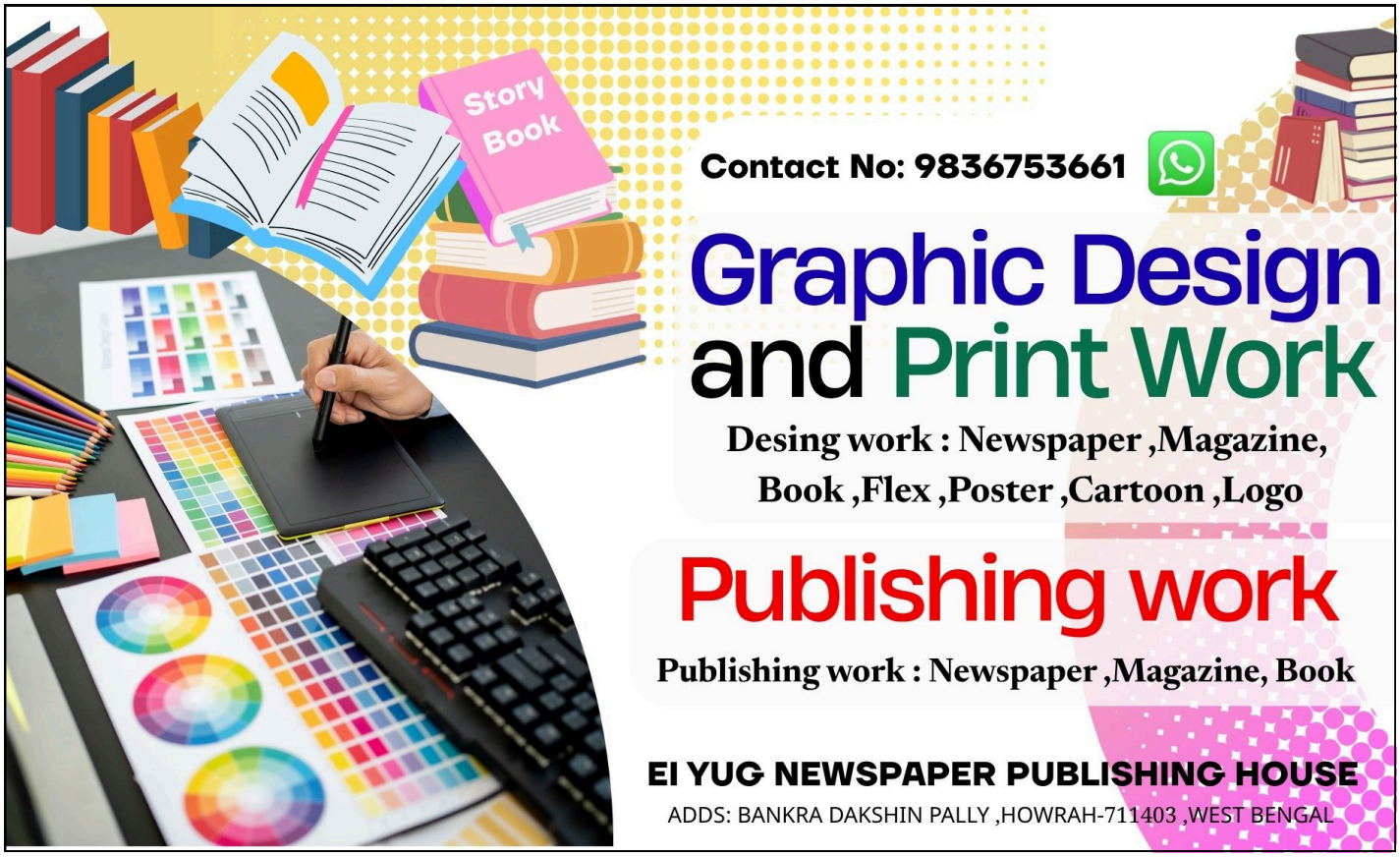

EI YUG | EDITOR - SUROJIT MALICK | OWNER - SUROJIT MALICK | PUBLISHED BY SUROJIT MALICK FROM BANKRA DAKSHIN PALLY ,P.O-BANKRA ,P.S-DOMJUR ,DISTRICT-HOWRAH ,PIN-711403 , STATE-WEST BENGAL | PRINTED BY SUROJIT MALICK AT "EI YUG NEWSPAPER PUBLISHING HOUSE" ,BANKRA DAKSHIN PALLY ,P.O-BANKRA ,P.S-DOMJUR ,DISTRICT-HOWRAH ,STATE-WEST BENGAL , PIN-711403 | CONTACT NO- 9062867921 ,9836753661 | EMAIL- EIYUGNEWSPAPER@GMAIL.COM ,NEWSPAPEREIYUG@GMAIL.COM | PRGI : WBBEN/2020/81746 |